ঘোষিত সময়ে জকসু নির্বাচন হতে হবে, দাবি ছাত্রফ্রন্ট সমর্থিত প্যানেলের

জবি প্রতিনিধি

ছবি: কালের কণ্ঠ

জকসু নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টাকে নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করেছেন ছাত্রফ্রন্ট সমর্থিত ‘মওলানা ভাসানী ব্রিগেড’ প্যানেল। এ ছাড়া ঘোষিত সময়ে জকসু নির্বাচন হতে হবে বলে দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

সোমবার (১ ডিসেম্বর) ভাষা শহীদ রফিক ভবনের নিচে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করেন তারা। এসময় তারা শিক্ষকের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ ও ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের আচরণবিধি লঙ্ঘন নিয়ে যথাযথ

পদক্ষেপ নিতে না পারায় নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করেন।

এসময় লিখিত বক্তব্যে প্যানেলটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী জোয়ান অফ আর্ক বলেন, পূর্ব নির্ধারিত সময়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আগামী দিনগুলোতে দেশে জাতীয় নির্বাচনের ডামাডোল উঠলে, জকসু নির্বাচন অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হবে। যার ফলে প্রশাসন নির্বাচনের তারিখ পেছালে তা নির্বাচন বানচালের চেষ্টা হিসেবেই আমরা দেখব।

ছাত্রদল সমর্থিত এক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেলের আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে জোয়ান অফ আর্ক বলেন, কনসার্টে অর্থ দেওয়া, শিক্ষার্থীদের মাঝে খাবার বিতরণ, বাড়ি যাওয়ার জন্য বাস সরবরাহ, শিক্ষকদের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেওয়াসহ বিভিন্নভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে।

আমরা দাবি জানাই অবিলম্বে সকল আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিচার করতে হবে এবং পক্ষপাত ও দূষণমুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে।

প্যানেলটির জিএস প্রার্থী ও জবি সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি ইভান তাহসীব বলেন, একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আমরা জকসু ও নির্বাচনের আশায় বসে আছি। ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকায় প্রার্থীরা গণসংযোগ চালাতে পারছে না। এ অবস্থায় কিভাবে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে সে বিষয়ে আমরা ভাবিত।

এত কিছু দেখার পরও প্রশাসন সঠিক একটি সিদ্ধান্ত দিতে পারছে না। এই আচরণ পক্ষপাতমূলক ও জকসু নির্বাচন বানচালের একটি এক্সপ্রেশন।

সংবাদ সম্মেলনে জবি সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক ও মাওলানা ভাসানী ব্রিগেড প্যানেলের এজিএস পদপ্রার্থী শামসুল আলম মারুফ বলেন, নানান জায়গায়, নানান উপায়ে আচরণবিধি লঙ্ঘন হচ্ছে। প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন সেই প্রসঙ্গে এখন পর্যন্ত নির্বিকার আচরণ করছে।

এ সময় প্যানেলের অন্যান্য প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।